সবকিছু ঈশ্বরের গৌরবার্থে

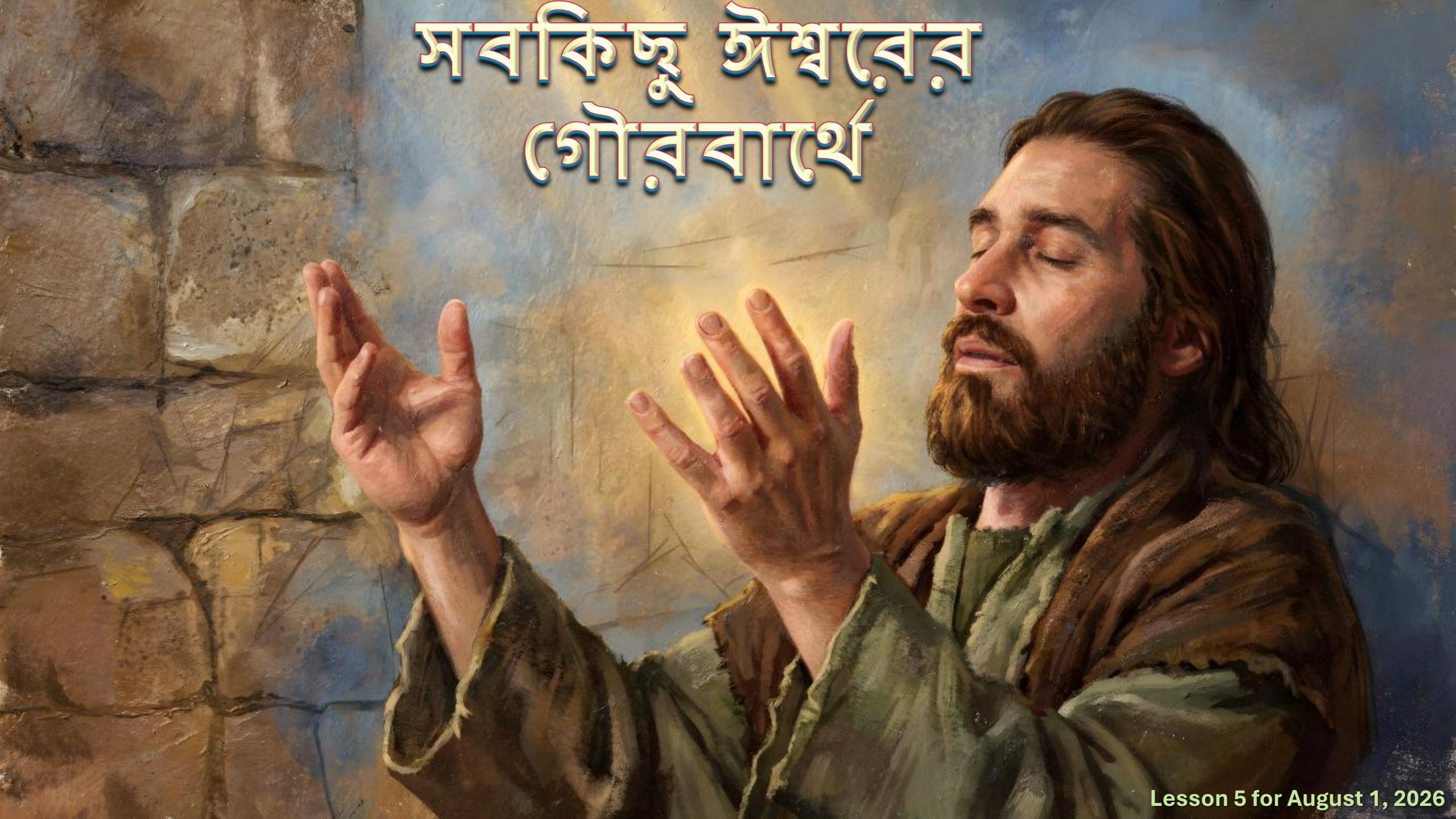

Lesson 5 for August 1, 2026

(১ করিন্থীয় ১০:৩১)
"অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।"

১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায় থেকে শুরু করে, পৌল করিন্থীয়দের পাঠানো চিঠির মাধ্যমে কৃত একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন (১ করিন্থীয় ৭:১ক)।

এই কারণে, যদিও ৮ থেকে ১০ অধ্যায়ে প্রধানত প্রতিমাপূজা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, পৌল এর মধ্যে এমন কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলোর এই নির্দিষ্ট পাপের সাথে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সম্পর্ক নেই।

যাইহোক, তিনি প্রতিটি বিষয়ে একটি সাধারণ থ্রেড অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন: প্রেম এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, যা চার্চকে ঐক্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবধারার (বা ধারণার) পাশাপাশি, পৌল মণ্ডলীর ভেতরে অথবা ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু করা হয়, তার সবকিছুই ঈশ্বরের গৌরবার্থে করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায়

মূর্তিপূজায় উৎসর্গীকৃত খাদ্য

(জ্ঞান ও ভালোবাসা)

১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায়

পৌল তাঁর অধিকারগুলো ত্যাগ করেন

(সুসমাচারের অধিকারসমূহ)

১ করিন্থীয় ১০:১-১৩ পদ

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

(অতীত থেকে শিক্ষা)

১ করিন্থীয় ১০:১৪-২২ পদ

প্রভুর পেয়ালা এবং ভূতের পেয়ালা

(মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর)

১ করিন্থীয় ১০:২৩-৩৩ পদ

সবকিছুই ঈশ্বরের গৌরবার্থে করো

(যা বৈধ এবং যা যুক্তিযুক্ত)

জ্ঞান ও প্রেম

১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায় (প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য)

"জ্ঞান গর্বিত করে, কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে।" (১ করিন্থীয় ৮:১খ)

পৌল মণ্ডলীকে দুটি দলে 'বিভক্ত' করেছেন: 'সবল' (বা শক্তিশালী) এবং 'দুর্বল'।

১ করিন্থীয় ৮:৪-৭ক	সবলরা (বা বিশ্বাসে দৃঢ় ব্যক্তিরা) বোঝেন যে মূর্তির কোনো অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা নেই, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই হলেন সত্য ঈশ্বর।	দুর্বলরা এখনো এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেনি।
১ করিন্থীয় ৮:৭খ	শক্তিশালীরা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা মাংস খায়, কারণ তারা জানে যে প্রতিমা খাদ্যকে দূষিত করতে পারে না।	দুর্বলরা বিশ্বাস করে যে তারা সেই মাংস খেলে পাপ করে।

কিন্তু সবলরা, তাদের জ্ঞান এবং উদাহরণের (বা আচরণের) মাধ্যমে, দুর্বলদের পতনের কারণ হতে পারে (১ করিন্থীয় ৮:১০)। ভাইয়ের প্রতি প্রেমের কারণে, সবলকে অবশ্যই নিজেকে সংযত রাখতে হবে (১ করিন্থীয় ৮:১১-১৩)।

খ্রিস্টানদের উচিত জ্ঞানের আগে ভালবাসা রাখা যখন জ্ঞান "দুর্বল" ভাইয়ের (বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায়) জন্য হোঁচট হতে পারে।

সুসমাচারের অধিকারসমূহ

১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায় (পৌল তাঁর অধিকারগুলো ত্যাগ করেন)

"সেইরূপে প্রভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে হইবে।"
(১ করিন্থীয় ৯:১৪)

দুর্বলদের প্রতি প্রেমের কারণে পৌল অন্তত তিনটি অধিকার ত্যাগ করেছিলেন:

* মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার (১ করিন্থীয় ৯:৪)
  - অন্যান্য প্রেরিতদের মতো, পৌল একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর পরিচর্যাধীন মণ্ডলীগুলো থেকে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ত্যাগ করেন।

* স্ত্রীর সঙ্গে থাকার অধিকার (১ করিন্থীয় ৯:৫)
  - প্রেরিতদের মধ্যে সাধারণ রীতি ছিল যে, তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভ্রমণ করতেন, যাতে তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের যত্ন নিতে ও পরিচর্যায় সাহায্য করতে পারেন। এই মহিলারও, তাঁর স্বামীর মতো, মণ্ডলীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার থাকত।

* সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ না করার অধিকার (১ করিন্থীয় ৯:৬)
  - পৌল নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে চান, যাতে লোকেরা মনে না করে যে তিনি তাঁর শ্রোতাদের সুযোগ নিতে চান এবং তাদের কাছে নিঃস্বার্থতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

যদিও যীশু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের সুসমাচার থেকেই জীবন নির্বাহ করা উচিত, তবুও পৌল ও বার্নাবাস উভয়েই বিশ্বাসীদের বাধা না দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করেছিলেন (১ করিন্থীয় ৯:১২-১৪; লূক ১০:৭)।

অতীত থেকে শিক্ষা

১ করিন্থীয় ১০:১-১৩ (মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সতর্কতা)

"আবার যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক হইয়াছিল, তোমরা তেমনি প্রতিমাপূজক হইও না; যথা লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল। "
(১ করিন্থীয় ১০:৭)

যাত্রাপুস্তকের (বা মিশর থেকে যাত্রার) অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকভাবে উপলব্ধি করলে, আমাদের নিজেদের জীবনেরই একটি সমান্তরাল রূপ। সাগর পার হওয়া হলো আমাদের বাপ্তিস্মের নিয়মের মতো (১ করিন্থীয় ১০:১-২)।

মরুভূমিতে তারা যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতেন, তা পবিত্র ভোজনে আমাদের অংশগ্রহণের মতো, যেখানে আমরা আত্মিকভাবে যীশুর দেহ ও রক্ত ভোজন ও পান করি (১ করিন্থীয় ১০:৩-৪)।

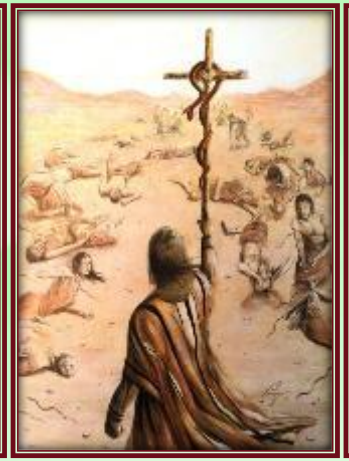

সাবধান! অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ইস্রায়েলীয়রা প্রতিমাপূজা ও ব্যভিচারসহ গুরুতর পাপে পতিত হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রেও যেন তেমনটা না ঘটে! (১ করিন্থীয় ১০:৫-১০)।

তাই প্রেরিত এই অংশটি একটি জোরালো উপদেশ দিয়ে শেষ করেছেন: "সুতরাং, যদি তোমরা মনে করো যে তোমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছো, তবে সাবধান থেকো, যেন তোমরা পড়ে না যাও" (১ করিন্থীয় ১০:১২)।

মূর্তিপূজা ত্যাগ করুন

১ করিন্থীয় ১০:১৪-২২ (প্রভুর পেয়ালা এবং মন্দ আত্মার পেয়ালা)

"অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, প্রতিমাপূজা হইতে পলায়ন কর।" (১ করিন্থীয় 10:14)

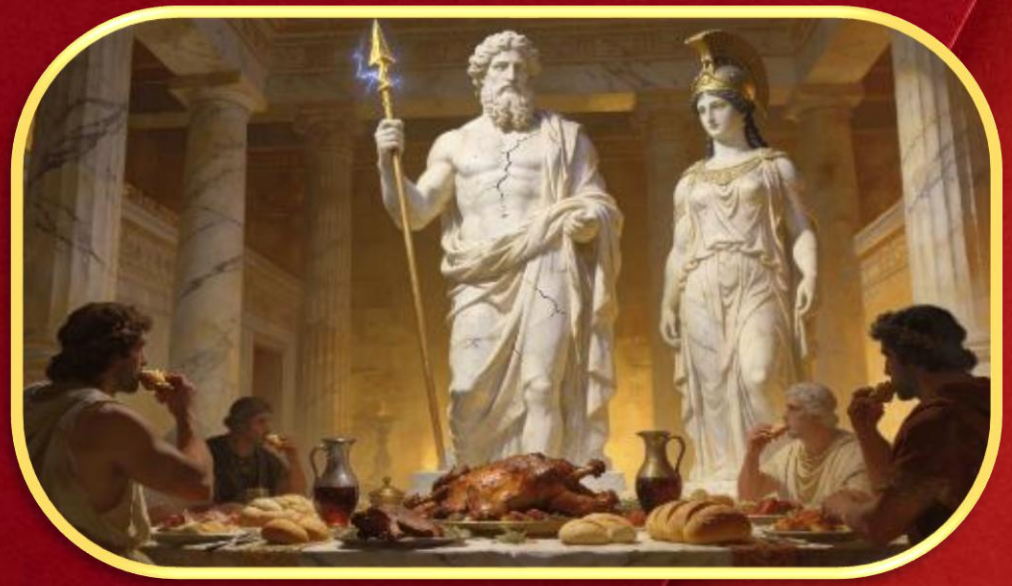

যদি প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা খাবার কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই খাওয়া যায়, তাহলে ১ করিন্থীয় ১০:২০ পদে পৌল কেন এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছেন বলে মনে হয়?

বাড়িতে মাংস খাওয়া এক জিনিস, কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই, এবং এমন একটি পাবলিক উদযাপনের সময় যেখানে প্রতিমা পূজা করা হয় তা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই ধরনের উদযাপনে অংশগ্রহণ করে, বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং মূর্তি পূজা গ্রহণ করে।

বিত্র প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টের দেহের (মণ্ডলীর) অংশ হয়ে উঠি; পক্ষান্তরে, মূর্তিপূজার আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে আমরা ভূতদের (বা অপশক্তির) সহযোগী হয়ে পড়ি (১ করিন্থীয় ১০:১৬-২০)।

আমরা যীশুর প্রশংসা করে পবিত্র প্রভুর ভোজের (বা কমিউনিকনের) পানপাত্রে অংশ নিতে পারি না, এবং—একই সময়ে—ভূতদের (বা অপশক্তির) প্রশংসাকারী পানপাত্র থেকেও পান করতে পারি না (১ করিন্থীয় ১০:২১)।"

কোনটি বৈধ এবং কোনটি উপযুক্ত

১ করিন্থীয় ১০:২৩-৩৩ (সবকিছু ঈশ্বরের মহিমার জন্য করো)

"অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।" (১ করিন্থীয় ১০:৩১)

"সবকিছুই বৈধ, কিন্তু সবকিছু হিতকর (বা মঙ্গলজনক) নয়" (১ করিন্থীয় ১০:২৩)।

দুটি বাস্তব উদাহরণ:

কসাইয়ের দোকানে মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা মাংস এবং উৎসর্গ না করা মাংস—উভয় প্রকার মাংসই বিক্রি হতো। বিশ্বাসীদের সেই মাংসের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে বারণ করা হয়েছিল, যেন এমন কোনো ধারণা বা ইম্প্রেশন তৈরি না হয় যে তারা এই ধরণের মাংস খাওয়াকে অবৈধ বা পাপ মনে করছে (১ করিন্থীয় ১০:২৫)।

একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তি একজন বিশ্বাসীকে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বিশ্বাসী ব্যক্তিটি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তা খেলেন (কারণ তাঁর কাছে সবকিছুই বৈধ)। কিন্তু নিমন্ত্রণকর্তা যখন বললেন যে সেই মাংসটি মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল; তখন নিমন্ত্রণকর্তার বিবেকে যেন আঘাত না লাগে (বা তিনি যেন বিভ্রান্ত না হন), সেই কারণে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য সেই মাংস খাওয়া অনুপযুক্ত বলে গণ্য করা হলো (১ করিন্থীয় ১০:২৭-২৯)।

এই নির্দেশাবলীর পেছনের মূল নীতিও দুটি: সব বিষয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করা (১ করিন্থীয় ১০:৩১); এবং অন্যের মঙ্গল কামনা করা (১ করিন্থীয় ১০:২৪, ৩২)।

অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে এবং আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসুন (যেমন যীশু ধনী যুবককে বলেছিলেন)।

প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের সতর্ক করে বলেছিলেন, “যে নিজেকে স্থির মনে করে, সে যেন সতর্ক থাকে, পাছে সে পড়ে যায়।” যদি তারা অহংকারী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং সতর্ক থাকা ও প্রার্থনা করা অবহেলা করে, তবে তারা গুরুতর পাপে পতিত হবে এবং নিজেদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনবে। [...] পৌল তাঁর ভাইদেরকে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করেছিলেন যে, তাদের কথা ও কাজের অন্যদের উপর কী প্রভাব পড়বে এবং এমন কিছুই না করতে বলেছিলেন, তা নিজে থেকে যতই নির্দোষ হোক না কেন, যা প্রতিমাপূজাকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে অথবা যারা বিশ্বাসে দুর্বল, তাদের বিবেককে আঘাত করতে পারে। “অতএব তোমরা খাও বা পান করো, অথবা যা কিছুই করো না কেন, সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য করো। ইহুদি, অ-ইহুদি বা ঈশ্বরের মণ্ডলী—কাউকেই আঘাত দিও না।”

EGW (The Acts of the Apostles, p. 316)